০৭-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পতিত পাবন বাবা এসেছেন পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ার বর্সা দিতে, পবিত্র হলে সদগতি প্রাপ্ত হবে"

প্রশ্নঃ- ভোগী জীবন, যোগী জীবনে পরিবর্তিত হবে এর মুখ্য আধার কি ?

উত্তর :- নিশ্চয়। যতক্ষণ নিশ্চয় নেই যে আমাদের পড়াচ্ছেন স্বয়ং বেহদের বাবা ততক্ষণ না-ই যোগ লাগবে, না-ই পড়াশোনা করতে পারবে। ভোগী জীবন-ই থেকে যাবে। অনেক বাচ্চারা ক্লাসে আসে কিন্তু যিনি পড়াচ্ছেন তাঁর উপরে নিশ্চয় নেই । ভাবে হ্যাঁ কোনো শক্তি আছে কিন্তু নিরাকার শিববাবা পড়ান -- এটা কিভাবে সম্ভব ? এই কথা তো নতুন। এমন পাথরবুদ্ধি বাচ্চাদের পরিবর্তন হয় না।

গীত : - ওম্ নমঃ শিবায় .....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই কথা তো বুঝেই গেছে যে শিববাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন। ক্ষণে ক্ষণে তো আর বলবেন না ভগবানুবাচ। ঘন ঘন নিজের মহিমা করা, এটা নিয়ম নয় । শিববাবা হলেন সকলের পিতা, তিনি বসে আমাদের অর্থাৎ আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। ২১ জন্মের ভবিষ্যতের জন্যে অটল অখন্ড দৈবী স্বরাজ্য প্রাপ্ত করাচ্ছেন। যেমন স্কুল অথবা কলেজে বাচ্চারা জানে যে টিচার আমাদের নিজের মতন ব্যারিস্টার তৈরি করছেন, মুখ্য লক্ষ্যটি হল এটাই । বাকি সত্সঙ্গে যারা যায় বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি শুনতে, তাতে কিছু প্রাপ্তি হয়না তাই টিচার তবুও ভালো যারা শরীর নির্বাহের জন্যে দৈহিক বিদ্যা শিখিয়ে দেন , যাতে আজীবিকা অর্থাৎ উপার্জনের উপায় হয়। বাকিরা সব দুর্গতি-ই করে , বাচ্চারা বিবাহ ইত্যাদি করতে না চাইলে লৌকিকে পিতা বলেন সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হবেনা।যেখানে যেতে চাও চলে যাও। এখানে তো বাবা অমৃত পানও করান এবং বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারও দেন, বলেন পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। কতখানি তফাৎ -- লৌকিক পিতা ও পারলৌকিক পিতায়। একজন রাত্রির দিকে নিয়ে যান , অন্য জন দিবসে। ইনি হলেন পতিত পাবন। বলাও হয় যে সদগতি দাতা একজনই -- যিনি এসে সকলের সদগতি করেন, তাহলে দুর্গতি কে করে ? এই কথা জানা নেই। বাবা বোঝান -- সব আসুরী মতানুসারে চলে। এখানে আসে অসুর থেকে দেবতা হতে। এ হল ইন্দ্রপ্রস্থ।

অনেক অসুর লুকিয়ে এসে বসে। সব সেন্টারে এমন লুকোনো অসুর অর্থাৎ বিকারী অনেক আসে, তারা বাড়ি গিয়ে আবার বিষ পান করে। দুটি কাজ একত্রে তো চলতে পারবে না । তারা পাথরবুদ্ধি হয়ে যায়। বাবাকে চেনেই না। নিশ্চয় তো একেবারেই নেই যে আমাদের বেহদের পিতা পড়াচ্ছেন। শুধুই এসে বসে। ফলে না যোগ লাগে, না পড়া হয়। ভোগী - ই থেকে যায়। অনেকে ভাবে যে কোনো শক্তি আছে ব্যস। নিরাকার শিববাবা কিভাবে আসবেন ! কোনো শাস্ত্রেও লেখা নেই। এইসব হল নতুন কথা। গায়নও আছে শিব জয়ন্তী.... কিন্তু পাথরবুদ্ধি হওয়ার জন্যে বুঝতে পারেনা। শিব আছেন তবেই তো সব ভক্তজন স্মরণ করে। বলাও হয় শিবায় নমঃ। ভাবে তিনি পরমধামে বাস করেন। আমাদের পিতা হলেন পরমপিতা, সুতরাং তিনি সবার ফাদার হলেন কিনা। ভারতেও এমন আছে যারা ফাদারকে বিশ্বাস করেনা। মানুষদের বোঝান খুব কঠিন। মানুষ তো এই

কথাও জানেনা যে এখন দুর্গতির সময় চলছে। ভক্তি মার্গে প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি ছিল এখন ব্যভিচারী হয়েছে। ব্যভিচারী ও অব্যভিচারীতে কত তফাৎ আছে। এক হল পাপ আত্মা, অন্যজন হল পুণ্যাত্মা। অব্যভিচারী ভক্তি হলই সত্যিকারের ভক্তি। সেই সময় অর্থাৎ দ্বাপরে মানুষ সুখীও থাকে। ধন-সম্পদ ইত্যাদি সবই থাকে। কলিযুগে বেশি দুর্গতি হয়ে যায়। যখন ব্যভিচারী ভক্তিতে আসে তখন বিকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। দিন প্রতিদিন বিকারের জোরও বাড়তে থাকে। প্রথমে সতো প্রধান বিকার ছিল, এখন হয়েছে তমোপ্রধান বিকার। সব একেবারে তমোপ্রধান হয়েছে। ঘরে ঘরে কত ঝগড়া। শিববাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। কৃষ্ণ তো পিতা নয়। কারো জীবন কাহিনী জানে না। ইনি হলেন পতিত - পাবন। পরম পিতা পরমাত্মাকে বিশ্বাস করে যে উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, জলের সাগর কি পতিত-পাবন, নলেজফুল হতে পারে। মানুষ তো জলের সাগর থেকে উৎপন্ন নদী গুলিকে পতিত-পাবনী ভেবে নেয়। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে যেমন গীতার ভগবানের কর্ম কর্তব্য জিজ্ঞাসা করা হয় --- নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা হলেন রচয়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণ হলেন রচনা , এবারে বলো গীতার ভগবান কে ? ভগবান তো একজনকেই বলা হবে। তাহলে ব্যাস দেব কে কিভাবে ভগবান বলা হবে। তো এমন এমন প্রশ্ন করা উচিত -- পতিত-পাবন , পরম পিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর , ওঁনার থেকেই এই জ্ঞান গঙ্গা কিভাবে উৎপন্ন হয় ? পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী রচনা করেন। তারা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত করে , ফলে সদগতি প্রাপ্ত হয়। এবার জলের সাগর দ্বারা পবিত্র হয় বা জ্ঞানের সাগর দ্বারা। জল দ্বারা মানুষ পবিত্র তো হতে পারেনা। তাহলে ধাঁধা স্বরূপ এই প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা উচিত , এনাকে জিজ্ঞাসা করলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। ডাকে সবাই ওঁনাকেই হে পতিত পাবন সীতারাম। তারপরে গঙ্গায় স্নান ইত্যাদি করে , সুতরাং এই ধাঁধা টিও যুক্ত করা উচিত। সময় অনুসাতে প্রতিটি জিনিস শোভনীয় হয়। যেমন ঐ গীতার ভগবান বিষয়ী ধাঁধাটি, তেমনই এই ধাঁধাটি। মনে খেয়াল আসে তো ঠিকই --- এমন কি জিনিস তৈরি করি যে মানুষ স্মৃতি চিহ্ন রূপে সদা নিজের কাছে রাখবে। ভালো জিনিস হলে নিজের কাছে রাখবে। কাগজ ইত্যাদি তো ফেলে দেয়। দেবতাদের ভালো জিনিস থাকলে নষ্ট করবেনা। সার্ভিসের প্র্যাক্টিসে যারা থাকে তাদের সারাদিন বিচার সাগর মন্থন চলবে আর তারা করেও দেখাবে। শুধু বলা উচিত নয় এমন করতে হবে। এইসব কাকে বল ? বাবা করবেন নাকি বাচ্চারা করবে ? বলো কে ? বাবা তো নির্দেশ দেবেন। এমন ভালো চিত্র , ক্যালেন্ডার ছাপাও , ত্রিমুর্তি শিবের ক্যালেন্ডার প্রিন্ট হওয়া উচিত। ত্রিমুর্তি শিব জয়ন্তী বলা ঠিক। শুধু শিব জয়ন্তী বলা ভুল। এক বাচ্চার ইচ্ছা ত্রিমুর্তি শিব জয়ন্তীর ক্যালেন্ডার তৈরি হোক তাও রঙিন। ত্রিমুর্তি চিত্রের দ্বারা ভালো ভাবে বোঝা যায়। বাবা লকেটও এইজন্যে তৈরি করেন যাতে তার দ্বারা ভালো ভাবে বোঝান যায়। ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা সদগতি করেন। সুতরাং যে পরিশ্রম করে বিষ্ণুপুরীর মালিক সে-ই হয়। যারা জ্ঞান প্রাপ্ত করেনা তারা বিনাশ হয়ে যায়। তারা দন্ডও ভোগ করে , পদও প্রাপ্ত করেনা। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে কিন্তু যখন ভগবান আসেন তখন কত কম জন ওনাকে চিনতে পেরে ওনার আপন হয়। কোটিতে কেউ। যারা মুক্তির জন্য পুরুষার্থ করে তারা উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারেনা। বিকর্ম বিনাশ হবেনা তাই সাক্ষাৎকার করানো হয়েছিল -- ধর্ম স্থাপকরাও আসেন দৃষ্টি নিতে। স্মরণ করতে করতে বিকর্ম বিনাশ করতে থাকলে উঁচু পদ মর্যাদা লাভ করতে পারবে, অন্য ধর্মের মুখ্য বিশিষ্ট ধর্মীয় লোকজন আসবে পরে । এমন নয় বর্তমানের পোপ আসবেন .... না না .... প্রথম নম্বরের পোপ আসবেন , যিনি বর্তমানে শেষ জন্মে আছেন , তিনি আসবেন। এ হল খুব ভারী হিসাব। এখন তো এ হল কুম্ভের মেলা। এইসব হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। যখন দুর্গতি হওয়ার সম্পূর্ণ গ্রহণ লেগে যায়

তখন বাবা এসে ১৬ কলা সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রহণ স্ব দর্শন চক্র থেকে বের করা হয়। এই যে গোলা আছে , তাতে নীচে লেখা উচিত এই হল স্ব দর্শন চক্র। এ হল খুব ভালো জিনিস । এই হল ঈশ্বরীয় কোট অফ আর্মস। এইসব হল ঈশ্বরীয় কথা। স্লাইড যা তৈরি হয়েছে তার জন্যেও বাবা বোঝান। যদি তারা মুরলি শুনবেনা তো নির্দেশ কাজে লাগাতে পারবেনা। মুরলি তো রোজ পড়া উচিৎ। যারা সার্ভিস করে তাদের কাজ করা উচিত। ত্রিমুর্তির স্লাইড তৈরি হয়, তাতে অক্ষর অনেক থাকে। স্থাপনা ও বিনাশ -- দুটি গোলা ও চাই। এই হল নরক , এই স্বর্গ। এই হল আজকের ভারত , এই হল কালকের। বাবা সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দিতে বসে আছেন। বাবা কে চিনে নিশ্চয় হলেই ব্যস। জীবনমুক্তি প্রাপ্তির পুরুষার্থ আরম্ভ হয়। জন্ম তো নিয়েছ তাইনা। বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা নিতে হবে। তারপর বিকার চাইতে পারবেনা। বাবা বলেন ভ্রষ্টাচারীর বর্সা প্রাপ্ত হয়না। প্রাক্টিক্যালে এনাকে (ব্রহ্মাকে) দৃষ্টান্ত রাখা হয়েছে কিনা। এমন অনেকে মুশকিলে বের হয়। নিজের সম্মান ইত্যাদিও দেখে তারা । রচয়িতা হলেন বাবা , সবাইকে ওনার আদেশ অনুযায়ী চলতে হবে। তোমরাও শ্রীমৎ অনুযায়ী না চললে পদ ভ্রষ্ট হয়।

বাবা বলেন --- এই জ্ঞান মার্গে পাকা নষ্ট মোহ হওয়া উচিত। বাবার আদেশ প্রাপ্ত আছে , যে বাচ্চারা আদেশ পালন করেনা তারা হল কু সন্তান। সে সন্তান-ই নয়। পবিত্রতার আদেশ তো ভালো তাইনা। রাজযোগ তো বাবা এখনই শেখাচ্ছেন। মানুষ তো কিছুই বোঝেনা। বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বোঝে। বাবা এত নির্দেশ দেন , বাচ্চারা খুব মুশকিলে করে দেখাতে পারে। বাবা বলেন ত্রিমুর্তির ক্যালেন্ডার তৈরি করতে হবে। সমস্ত কিছু ত্রিমুর্তি শিবের চিত্রের উপরে নির্ভর করছে। লেখা আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা। নিশ্চয়ই শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করবেন তাইনা। কলিযুগী অসুরী রাজ্যের বিনাশ হবে। অসুরী রাজ্যে সংখ্যা কত বেশি। দৈবী রাজ্যে কম সংখ্যা থাকে। লেখাও আছে যে অনেক ধর্মের বিনাশ , এক সত্য ধর্মের স্থাপনা। বাবা বলেন -- আমি কত সুন্দর করে সাজাই তবুও শোধরায় না , উল্টো পাল্টা বলতেই থাকে। এখানে বাবা বলেন দেহ সহ যা কিছু আছে সব কিছু ভুলে মামেকম স্মরণ করো। নিজের দেহেও আটকে যেও না। কারো দেহের আকর্ষণে আটকে নীচে তলিয়ে যায়। যেমন মাম্মার শরীরের সঙ্গে প্রীতি ছিল ফলে মাম্মার যাওয়ার পরে কতজন মারা যায় কারণ নাম রূপে আটকে ছিল। বাবা কত বলেন যে দেহ অভিমানী হয়োনা , মামেকম স্মরণ করো। তোমরা এই ব্রহ্মার শরীরকেও স্মরণ কোরোনা। শরীরকে স্মরণ করলে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারেনা। দেহি অভিমানী হতে অনেক সময় লাগে। বাবার স্মরণে থাকা --- খুব কঠিন কাজ। জ্ঞান তো খুব ভালো শোনায়। যোগে মুশকিলে থাকে। যত বড় বীর ততই মায়ার ঝড় আসবে। কারোর নাম রূপে আটকা পড়ে প্রবঞ্চিত হয় , এতেই খুব সাবধানতা চাই। যোগেই খুব পরিশ্রম আছে। জ্ঞান তো খুবই সহজ। যোগে ক্ষণে ক্ষণে বিস্মৃতি হয়ে যায় তাই বাবা বলেন বিকর্মজীত হবে কিভাবে। যোগে থাকলে পাপও হবেনা। নাহলে একশগুণ হয়ে যায়। এখানে তো স্বয়ং ধর্মরাজ এবং বাবা উভয়েই সঙ্গে আছে তাই বলেন বাবার সামনে কোনো পাপ করবেনা , নাহলে একশো গুন দন্ড ভোগ করতে হবে। যোগের দ্বারা-ই বিকর্মজীত হতে হবে। স্ব দর্শন চক্র কে জানা তো সহজ । এই গোলার নীচে লেখা উচিত চক্র , চরকা নয়। বাবা যুক্তি তো ভালো ভালো বলে দেন। বাচ্চাদের কর্মে আনতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কোনো দেহধারীর নাম রূপে আটকাবে না। নিজের দেহেও ফেঁসে যাবে না। এই বিষয়েই খুব সাবধান হতে হবে।

২) জ্ঞান মার্গে নষ্ট মোহ অবশ্যই হতে হবে। পবিত্রতার আদেশ মানতে হবে অন্যদেরও পবিত্র করার যুক্তি রচনা করতে হবে।

বরদান :- স্ব পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হয়ে সর্ব খাজানার মালিক হও।

ব্যাখা: তোমাদের শ্লোগান হল "বদলা নিও না বদলে দেখাও" । স্ব পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন। অনেক বাচ্চারা ভাবে সে ঠিক হলে আমি ঠিক হব , এই সিস্টেম ঠিক হলে আমি ঠিক থাকব। ক্রোধীকে শীতল করে দিলে আমিও শীতল হয়ে যাব, এই খিটখিটে মানুষটিকে সরিয়ে দিলে এই সেন্টার ঠিক হয়ে যাবে .... এইসব ভাবা একেবারে ভুল। প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করো তাহলেই বিশ্ব পরিবর্তিত হবে। এর জন্যে সর্ব খাজানার মালিক হয়ে সময় অনুসারে খাজানাকে কাজে লাগাও।

শ্লোগান - সর্ব শক্তির লাইট সদা সঙ্গে থাকলে মায়া দূর থেকেই পালিয়ে যাবে ।